দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... JUN 3 1999 ...
পৃঃ ৯ কলাম ৬

মাদ্রাসা ছাত্রদের বিরুদ্ধে এ বৈরী মনোভাবের উৎস কোথায়

[illegible] ...হচ্ছে। প... [illegible] বিরুদ্ধে প্রতি[illegible] জানানো হচ্ছে। লেখালেখি হচ্ছে। এই অন্যায়, অভাবনীয়, অকল্পনীয় সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহারের জন্য দাবী জানানো হয়েছে ও হচ্ছে দেশের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। এই অন্যায় অভাবনীয় নিষেধাজ্ঞা বাতিলের ব্যাপারে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ও সর্বোচ্চ মহল উদ্যোগ গ্রহণ না করলে এ নিয়ে দেশব্যাপী বিক্ষোভ, আন্দোলন যে বেড়েই যাবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে দ্রুত বোধোদয় না হলে তার পরিণতি তাদের জন্য সুখকর নাও হতে পারে।

রয়েছে জনগণের প্রাণের আগ্রহে, সরকারের আর্থিক সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার তোয়াক্কা না করে। সম্প্রতি তালেবান দমনের নামে কওমী মাদ্রাসার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে এখানে সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে আমাদের ধারণা। বৃটিশ আমলে মুসলমানদের দীর্ঘ একশ' বছরব্যাপী বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব পর্যুদস্ত হওয়ার পর ইংরেজদের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক স্বাধীনতা আন্দোলনের এবং ধর্মীয় ভিত্তিতে সমাজ গঠনের নেতা তৈরীর লক্ষ্যেই দেওবন্দে কওমী মাদ্রাসার গোড়াপত্তন হয়। বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশে যে অসংখ্য কওমী মাদ্রাসা চালু রয়েছে, সেগুলো সেই বৃটিশ আমলের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় ... এখনও ... সরকারী ...

(এক) কওমী বা খারেজী মাদ্রাসা, (দুই) আলিয়া নেসাব তথা ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা, (তিন) নিউ স্কীম মাদ্রাসা। অধুনা লুপ্ত শেষোক্ত নিউ স্কীম মাদ্রাসার সিলেবাস এমন ছিল যে, এতে কেউ হাই মাদ্রাসা পাস করে সরাসরি আইএ, আইএসসি ক্লাসে ভর্তি হতে পারত। এই নিউ স্কীম মাদ্রাসা ছিল ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার এক চমৎকার সমন্বয়। নিউ ...

রাখে। এতে সংশ্লিষ্ট মহলের আপত্তি কেন? শিক্ষাঙ্গন যদি হয় মানুষ গড়ার কারখানা, তা হলে বিশ্ববিদ্যালয় তো হওয়ার কথা মহত্তম মানুষ গড়ার কারখানা। অথচ আজকের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়ে উঠেছে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, রাজনৈতিক নোংরামি, ধর্ষণ প্রভৃতি অসামাজিক ...

পেট্রোল পাম্পে তেল উত্তোলন ও বিক্রি বন্ধ রয়েছে। রাজশাহী বিভাগীয় জ্বালানি তেল পরিবেশক মালিক সমিতি (রাজ পটমস) পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী গতকাল থেকে এই কর্মসূচী পালন শুরু করেছে। এদিকে শতাব্দী পেট্রোল পাম্পে হামলার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নেতা ও পরিবহন মালিক সমিতির সদস্য মঞ্জুরুল আলম মোহনকে আসামী করায় পরিবহন মালিক ও শ্রমিকরা ৩ জুন থেকে বগুড়ায় পরিবহন ধর্মঘট আহবান করেছে। গতকাল মঙ্গলবার বগুড়া প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে মোহনের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে ২ জুনের মধ্যে মামলা না তুললে ৩ জুন হতে পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়।

কাশ্মীরে গণভোটের দাবীতে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক দলের (বিডিপি) কৃষক শ্রমিক পার্টি, মুসলিম মিল্লাত পার্টি, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক দল ও দি সার্ক সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে গত মঙ্গলবার। বেলা ৪টায় মুক্তাঙ্গনের সামনে থেকে জাতিসংঘ কর্তৃক কাশ্মীরের গণভোট বাস্তবায়ন করে কসোভোর অনুরূপ গণহত্যা বন্ধ করার দাবীতে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি মুক্তাঙ্গন, পুরানা পল্টন, জাতীয় প্রেসক্লাবসহ রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

মিছিলপূর্ব এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ কেএসপি'র সভাপতি আলহাজ এ্যাডঃ এম এ লতিফ মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মুসলিম ...

মরহুম প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের যে একটি ছবি ছিল তা এখন পর্যন্ত অমর্যাদাকর অবস্থায় মাটিতে ফেলে রাখা হয়েছে। সাবেক পূর্ত সচিব জিয়াউদ্দিন আহমেদ গত বছর ৮ মার্চ উল্লেখিত কোয়ার্টারে একটি নামাজ ঘর তৈরী না হওয়া পর্যন্ত ফ্ল্যাটটিতে অস্থায়ীভাবে নামাজ আদায় এবং অন্য কারো নামে বরাদ্দ না দেয়ার লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন আবাসন অধিদপ্তরকে। কিন্তু বর্তমান পূর্ত সচিব জগন্নাথ দে সে আদেশটি উপেক্ষা তো করেছেনই উপরন্তু ওই কোয়ার্টারে অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী কমিউনিটি সেন্টার কাম নামাজ ঘর তৈরীর মন্ত্রণালয়ের যে সিদ্ধান্ত ছিল তাও তিনি তার কয়েকজন একই ধর্মের সহকর্মীর পরামর্শের প্রেক্ষিতে স্থগিত করে রেখেছেন। উত্তরা ৮ নং সেক্টরের অফিসার্স কোয়ার্টারের অধিকাংশ সদস্য অভিযোগ করেছেন, মুসল্লীদের নামাজের জন্য মসজিদ না হওয়ার প্রধান অন্তরায় হচ্ছেন বর্তমান পূর্ত সচিব। তিনি লিখিতভাবেই উল্লেখিত স্থানে কোন স্থাপনা তৈরী হয়ে থাকলে তা ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বর্তমান পূর্ত সচিব উত্তরা ৮ নং সেক্টরের উল্লেখিত স্থানে যে মসজিদ চান না তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। নকশা অনুযায়ী ওই কোয়ার্টারে কমিউনিটি সেন্টার হতে পারে। এ ব্যাপারে সরকারী কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ১১ লক্ষাধিক টাকাও বরাদ্দ করেছে। ওই কমিউনিটি সেন্টারের সঙ্গেই নামাজ ঘর তৈরী সম্বলিত একটি নির্দেশ বছর দেড়েক পূর্বে পূর্ত মন্ত্রণালয় অনুমোদন করে। এই মর্মে একটি টেন্ডারে সর্বনিম্ন দরদাতা ছিল মেসার্স আজাদ ট্রেডিং কর্পোরেশন। এর মালিক ...

ছাত্রছাত্রীরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

বিভাগীয় সূত্র জানায়, পরীক্ষার ফল প্রকাশে চরম দীর্ঘসূত্রতা এবং একটি বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষার ফল প্রকাশ না করেই পরবর্তী বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণের এক অস্বীকৃত নিয়ম গড়ে উঠেছে। ফলে কোনো কারণে একজন শিক্ষার্থী যদি কোনো পরীক্ষায় খারাপ করে তবে তার জীবন থেকে ঝরে যাচ্ছে মূল্যবান দু'টি বছর। অর্থাৎ কোন পরীক্ষায় ফেল করলে তাকে পরবর্তী দ্বিতীয় দুই ব্যাচ পরে ব্যাচের সাথে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। সূত্র মতে, ১৯৯৪ সালের মাস্টার্স শেষ বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে। এই ব্যাচের ফলাফল প্রকাশ না করেই ১৯৯৫ সালের মাস্টার্স শেষ বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা নেয়া হয় '৯৮ সালের নভেম্বর মাসে। অনুরূপভাবে '৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ১৯৯৫ সালের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এদের ফল প্রকাশ না করেই একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে পরবর্তী ব্যাচ ১৯৯৬ সালের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা নেয়া হয় এবং '৯৬ সালের ব্যাচের পরীক্ষা সম্পন্ন হবার পর চার মাস পর পূর্ববর্তী '৯৫ সালের ব্যাচের ফল প্রকাশ করা হয়। এ বিভাগের যে কোনো বর্ষের পরীক্ষার ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে সামান্য কম বেশী এক বছর সময় লাগা একটি নিত্য ঘটনায় পরিণত হয়েছে। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও ফল প্রকাশ সংক্রান্ত আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেন্ডার (আইন)-এর ভলিয়ম-২-এ পরীক্ষা গ্রহণের তিন মাসের ...

গেছে, এই বর্ষের ৮, ৯ ও ১০ নং কোর্সের শিক্ষকদের চরম দায়িত্বহীনতা ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতার কারণেই ফল প্রকাশে অহেতুক বিলম্ব হয়েছে। গত বছর এপ্রিল মাসে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর থেকে এই তিনজন শিক্ষকের খাতা পরীক্ষণের জন্য গ্রহণ করার কথা থাকলেও তারা তা গ্রহণ করেছেন অর্ধ বছর পর। আবার খাতা পরীক্ষণের পর নম্বরপত্র জমা দিতেও সময় লাগিয়েছেন আরো অর্ধ বছর। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, উক্ত তিনজন শিক্ষকই বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারীপন্থী শিক্ষক গ্রুপের নেতা হওয়ায় তারা শিক্ষকতার চেয়ে শিক্ষক রাজনীতি নিয়েই অধিক ব্যস্ত থাকেন।

১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্স পূর্বভাগের পরীক্ষা অনুষ্ঠানের এক বছরেরও অধিক সময় পর ফল প্রকাশের প্রক্রিয়া চালানো হয়। ১৯৯৪ সালের অনার্স শেষবর্ষের জনৈক ছাত্র সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও টেবুলেশন শীটে অনুত্তীর্ণ দেখিয়ে তার জীবন থেকে মূল্যবান একটি বছর কেড়ে নেয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, নিয়ম লংঘন এবং সেশন জটের ব্যাপকতার দিক থেকে সমাজকর্ম বিভাগের তুলনা সমাজকর্ম বিভাগই। এই বিভাগের ছাত্ররা ইতিপূর্বে আমরণ অনশন পর্যন্ত করেছিল। তাছাড়া শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা, নীতিমালার লংঘন ও শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের কারণে এই বিভাগটি বারবার ...

চায়। এদেশের ১২ কোটি মানুষকে তারা ভারতের তাঁবেদার বানাতে চায়। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, যারা স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করে দেশকে ধ্বংস করে দিতে চায়, স্বাধীনতার বিশ্বাসীরা তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে। তিনি গত (মঙ্গলবার) ঢাকার কেরানীগঞ্জের শুভাড্ডাঘাটে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ১৮তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় বক্তৃতাকালে একথা বলেন। জনাব নাজমুল হুদা বলেন, আওয়ামী লীগ একদলীয় শাসন কায়েম করে ক্ষমতায় থাকতে চায়। তারা সকল রাজনৈতিক দলকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। পূর্ব আগানগর জাতীয়তাবাদী ব্যবসায়ী দল আয়োজিত এ সভায় বক্তব্য রাখেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা, সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবঃ) মাহবুবুর রহমান, ঢাকা জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আবদুল মান্নান এমপি, জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুল আলম তারা, সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান দুদু এমপি, ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমানউল্লাহ আমান এমপি, সহসভাপতি ডাঃ দেওয়ান সালাহউদ্দিন এমপি।

ব্যবসায়ী দলের সভাপতি শওকত হোসেন সোনা মিয়ার সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন নাজিমউদ্দিন, নুর মোহাম্মদ, মনোয়ার হোসেন রানা, রওনাকুল ইসলাম টিপু, আবদুস সাত্তার, নাজিমউদ্দিন আনোয়ার হোসেন, মইনুল আলম, জিয়াউদ্দিন পিন্টু, মীরজাহান, রেজাউল কবির ... অনুষ্ঠানে যুব সংহতি নেতা সাইদ ...

মানুষের মনমানসিকতা প্রকাশ পায়। সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব মওদুদ বলেন, কোন সরকারই শেষ সরকার নয়। আজকের প্রধানমন্ত্রীও একদিন বিরোধী দলে যাবেন এবং রাস্তায় হয়তো আন্দোলনও করবেন। তিনি শেখ হাসিনার উদ্দেশে বলেন, আপনি আপনার শাড়ি ঠিক রাখবেন। পুলিশের সামনে তখন আঁচল খুলে ধরবেন না।

প্রফেসর হাসানুজ্জামান চৌধুরী বলেন, জিয়ার প্রয়োজনে নয়– আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে তাকে চিরজীবন স্মরণ করতে হবে। এই মহান নেতা বারবার দেশপ্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। দেশপ্রেমের পরীক্ষায় তিনি ১০০ নম্বরে ১০০ পেয়েছেন। মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন বলেন, জিয়া মাটি ও মানুষের জন্য রাজনীতি করেছেন বলেই মৃত্যুর পর সবচেয়ে বেশী সম্মানিত হয়েছেন। বেগম জোবায়দা গুলশান আরা বলেন, জিয়া ছিলেন সময়ের এক সাহসী কণ্ঠস্বর। বেগম সেলিমা রহমান বলেন, শহীদ জিয়া প্রমাণ করে গেছেন দেশপ্রেম দিয়ে যে কোন সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব। বেগম সারোয়ারী রহমান তার বক্তব্যে প্রেসিডেন্ট জিয়ার উন্নয়নমূলক রাজনীতির চিত্র তুলে ধরেন। সভানেত্রীর বক্তব্যে বেগম খুরশিদ জাহান এক বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকারকে মোকাবিলা করে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও অর্থনীতি রক্ষার জন্য শহীদ জিয়ার আদর্শকে সামনে রেখেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

গাজীপুর জেলা যুবদলের নয়া